

প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংজ্ঞা ও ‘বাংলা আমার’ সম্পাদক

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ

বাংলা আমার ওয়েব-পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবু সাইদ মাহফুজ একজন স্বঘোষিত ইসলামিস্ট। ইনি নিজেই তার লিখায় একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে কেউ যদি তার পেয়ারের ধর্ম ও তার রসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তবে তাতে তিনি যারপর নাই মর্মান্বিত হোন। কেবল যে মাহফুজ সাহেব সেই দলের অন্তর্গত তাই নয়, বাঙালীদের মধ্যে আরো অনেকেই আছেন যারা ঠিক এ’রকমটি মনে করেন। যুক্তি বা তর্কের ধার এরা ধারেন না। অন্ধ বিশ্বাসই হচ্ছে এদের একমাত্র সনুল। তাই কেউ যদি না জেনেও এই অন্ধ বিশ্বাসের গায়ে হাত তোলেন, তা’হলে লংকাকাণ্ড বেঁধে যায় সেই মুহূর্তে।

বেশ অনেক বছর আগে নাম না জানা বাংলার এক গ্রামে আরজ আলী মাতুব্বর নামের ব্যক্তিটি ইসলামের অন্ধ বিশ্বাসের গায়ে হাত তোলে। সেই প্রয়াতঃ লোকটির নাম এখন পর্যন্ত অনেকেই বেশ শ্রদ্ধার সাথে মনে করে। মুক্তমনা অভিজিৎ রায় তার কিছু লেখায় এই শ্রদ্ধাভাজন লোকটির জীবন-দর্শন নিয়ে দৃকপাত করেছিল। আমি আরো কারু কারু লিখায় আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন-দর্শন নিয়ে দু’চারটা পাতা পড়ে দেখেছি। এই প্রয়াতঃ লোকটি প্রকৃতভাবেই মুক্তমনা ছিল। কিন্তু যেহেতু মাতুব্বর সাহেব ইস্কুল-কলেজে পড়েননি কোনো কালেই আর সে’জন্য তিনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো স্নাতক ডিগ্রি পান নি, সেহেতু ‘বাংলা আমার’ ওয়েব-পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ সাহেব ঢাকটোল পিটিয়ে ইন্টারনেটের হাওয়া গরম করে পরিশেষে এই বলে ঘোষণা করে দিলেন যে আরজ আলী মাতুব্বর ছিল এক সামান্য চাষাভুষা লোক। আর যুক্তিটা হলো যে যেহেতু মাতুব্বর একজন চাষাভুষা লোক ছিল, অতএব, সে যাই বলুক না কেন তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এটা কি রকম যুক্তি হলো শুনি? এটাকে ইংরেজীতে বলা হয় ‘ফ্যালাসী’। এই ‘ফ্যালাসী’ শব্দটির মানে যে কোনো ভাল একটা আভিধানে পাওয়া যাবে। আমি অনুরোধ করবো মাহফুজ সাহেবকে তিনি যেন দয়া করে এই ইংরেজী শব্দটির সারমর্ম উদ্ধার করেন। তা’হলে ভবিষৎ এ এ’রকম আজোবাজে কথা লিখে নিজের সুনামের যা অবশিষ্ট আছে, তার আর ক্ষতি করবেন না। আরেকটা কথার উল্লেখ না করে আর পারছি না। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে আসা বেশীর ভাগ লোকের বাপ-দাদারা দেশে চাষবাস করতেন মাত্র দু’এক যুগ আগে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের উঠতি মধ্যম শ্রেণীর বেশীর ভাগই দেশের কৃষকের ছেলেপিলে। এমত অবস্থায় মাহফুজ সাহেব যে ভাবে আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীকে উদ্ধার করলেন, তাতে মনে হয় যেন উনি নিজের গালেও অজান্তে ক’ষে চড় মেরে দিয়ে থাকবেন।

সে যাই হোক, যে কারণে এই লিখাটি লিখতে বসেছি তা হচ্ছে এই - মাহফুজ সাহেব লিখেছেন যে মোরিস বুকাইল নামে যে ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক কোরানে বর্ণিত নানান আয়াতগুলোতে বিজ্ঞানসম্মত বলে দাবী করেছেন তাকে কেন কেউ কেউ “হাতুড়ে বৈজ্ঞানিক” বলে আখ্যায়িত করেছেন ইন্টারনেটে? এতে ইনি ভীষণ খেপে গেছেন। আমি এই লেখার বাকী অংশটুকুতে মোরিস বুকাইলের কথা লিখতে গিয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংজ্ঞা কি তাহা লিখতে ইচ্ছুক।

প্রথম আসা যাক মোরিস বুকাইলের বৈজ্ঞানিক জীবনের সত্যতা - এই ব্যাপার নিয়ে কিছু লিখা। এই ফরাসীদেশের লোকটি কোনো কালেই বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। ইনি ছিলেন একজন ডাক্তার। ইনি সৌদি রাজপরিবারের ব্যক্তিগত বদ্যি বা ডাক্তার ছিলেন। অত্যন্ত ধূর্ত ছিলেন ইনি। অল্পতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সৌদি বাদশাহের কাছ থেকে প্রচুর ইনাম পাওয়া যেতে পারে যদি কোরানকে এক

বিজ্ঞানসম্মত বই বলে আখ্যায়িত করা যায়। এবং ইনি বস্তুতঃ সেটাই করেছিলেন। আর এদিকে মোরিস বুকাইলকে ডাক্তার থেকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে রূপান্তর করার কাজটা নিয়েছিল ইসলামিস্টরা। এরা ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবে মোরিস বুকাইলকে একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বলে পরিচয় দিয়েছে যাতে এর কোরান সম্পর্কিত কথাগুলোর গুরুত্ব বাড়ে।

বৈজ্ঞানিক হওয়া চাটুখানি কথা নয়। বৈজ্ঞানিক হতে হলে কমকরে হলেও স্নাতকোত্তর সনদ বা ডিগ্রি কারু থাকা চাই। আর ডক্টোরেট থাকলে তো কোনো কথাই নেই। আসলে কি ডক্টোরেট অধ্যয়ন অবস্থায় একজন হবু বৈজ্ঞানী শিক্ষালাভ করেন কি ভাবে ‘হাইপোথেসিস’ দাঁড় করাতে হয়, কি ভাবে গবেষণা করতে হয়, কি ভাবে গবেষণার ফল সুচারু ভাবে লিখতে হয় এবং তা অন্যান্য যারা আগে এই বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন তাদের ফলের সাথে একমত বা দ্বিমত হয় কিনা তার পুরো বিবরণ দিতে হয়। ডক্টোরেটধারী এক বৈজ্ঞানিকের কাছে আমরা আশা করি যে তিনি এ’সব ট্রেনিং এর ভেতর দিয়ে গেছেন। একজন আসল বৈজ্ঞানিক তার গবেষণার ফল বৈজ্ঞানিক জর্নালে রচনা বা ‘আর্টিক্যাল’ হিসেবে তা ছাপা হবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে থাকেন। জর্নালগুলো ‘ভিন্নমত’ বা ‘সদালাপ’ এর মত নয়। বিভিন্ন প্রফেসর ও বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে সম্পাদকীয় বোর্ড ঘটন করা হয়। এরা ‘পেপার’ বা ‘আর্টিক্যাল’ পেলে তা আর দু’তিন জন বৈজ্ঞানিকের কাছে পাঠান যারা সেই বিষয়ে জ্ঞাত। কেবল তাদের সুমত পেলে এবং কি কি আবার ঠিক করে লিখতে হবে তার ফিরিস্তি পেলে সেই লেখা তখন লেখকের কাছে ফেরৎ পাঠানো হয়। লেখক তখন সব ঠিকঠাক করে আবার পাঠান সম্পাদকের কাছে। কেবল তারপরই লেখা সেই বিশেষ বৈজ্ঞানিক জর্নালে প্রকাশিত হয়। এই বিশেষ ধারাটিকে বলা হয় "peer-review process." এটা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং তাতে সময় লেগে যায় নিদেনপক্ষে ২-৩ মাস। আমি গত ত্রিশ বছর ধরে বিজ্ঞানের সাথে জড়িত; তাই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাগুলো লিখলাম।

আমার যতটুকু ধারণা ফরাসী দেশের ডাক্তার মোরিস বুকাইল কোনো সময়েই বৈজ্ঞানিক ছিল বলে মনে হয় না। একজন শিক্ষিত লোক হিসেবে আর ডাক্তারী পেশাজীবী বলে হয়তো তিনি তার মন্তব্য মাত্র করতে পারেন। কিন্তু তার কথা বা যুক্তিগুলো উপযুক্ত স্থানে দাঁড় করানোর জন্য তাকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে পরিচয় দেয়াটা একটু বাড়াবাড়িই বটে। এসব কারণে অনেক মুক্তমনারা মোরিস বুকাইলকে “হাতুড়ে বৈজ্ঞানিক” বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। অনেকের ধারণা এই যে ডাঃ বুকাইল অর্থের জন্য কোরানকে এক বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করেছে। সে কিন্তু তার পিতৃপ্রদত্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম কোনো কালেই ত্যাগ করে নি। এখন কথা হচ্ছে যে এতসব জানার পরও সে কেন মুসলমান হয় নি? এটাও ভাববার বিষয় !

উত্তর আমেরিকার (খুব সম্ভবতঃ ক্যানাডার) এক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক (embryologist) Prof. Keth Moore অর্থের খান্দায় কোনো এক সময়ে ডাঃ বুকাইলের মতামত সমর্থন করে এক বক্তব্য দিয়েছিলেন কোথায় যেন। আর যাবেন কোথায়? অন্যান্য embryologistরা তাকে পাকড়াও করলেন তার এই বক্তব্য নিয়ে। এর পর থেকে প্রোঃ মুর এমন চুপ মেরে গেলেন যে আজ পর্যন্ত তার আর মুখ থেকে “কোরানকে বিধাতা বিজ্ঞান দিয়ে ভরে দিয়েছেন” একথা আর বলতে বা লিখতে শুনি নাই।

‘বাংলা আমার’ ওয়েব-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক জনাব আবু সাইদ মাহফুজ নিঃসন্দেহে এক আবেগপ্রবণ বাঙালী। আবেগের তাড়নায় ইনি প্রয়াতঃ আরজ আলী মাতুব্বরকে চাষাভুষা বলে আখ্যায়িত করলেন কেননা সেই “অশিক্ষিত” মতুব্বর কোরানের অনেক বাণী যেখানে উল্টোপাল্টা সব কথা লিখা আছে, তা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল সেই কবে। জনাব মাহফুজ এটাও পছন্দ করেননি যখন মুক্তমনা

অভিজিৎ ডাঃ মোরিস বুকাইলকে এক “হাতুড়ে বৈজ্ঞানিক” বলে ডেকেছিল। লোকসমক্ষে নিজেকে নিম্ন মনোবৃত্তির চিন্তাবিদ বলে পরিচয় দিতে হলে যা যা করা দরকার, মাহফুজ সাহেব ঠিক তাই করেছেন। কথায় বলে, “বৃক্ষের পরিচয় ফলে”। আমাদের মাঝে কেউ কেউ নিজের কাজ দ্বারা এটাই প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি যে চিন্তাবিদ হওয়া তো দূরের কথা, আমাদের অনেকেই এর ধারে কাছেও নেই। “নিজেকে যে বড় বলে বড় সে নয়”। রামেন্দ্রসুন্দর বসাকের লিখা “বাল্যশিক্ষা” এর সেই হিতোপদেশগুলো তিনি গুলে খেয়ে বসে আছেন কি?

জাফর উল্লাহ আমেরিকার নিউ ওর্লিয়ান্স থেকে লিখেন। যোগাযোগের জন্য লিখুন এই ই-ঠিকানায়ঃ
Jaffor@netscape.net